কবি রতন দাস
১৯৫৮-২০১৩

রতন দাসের জ্যামিতি

বারীন ঘোষাল

আমাদের মধ্যে রতনই শুধু চিনেছিল কবি রতন দাসকে। সে আজ নেই। কিন্তু কবি রতন দাস রয়ে গেল বইয়ের পাতায়। যেভাবে রতন চিনিয়েছিল রতনকে, যত্নে, অহংকারে, শব্দের সাপলুডো খেলার জ্যামিতিতে, তার চেয়ে বড় হয়ে আমাদের

মনে রয়ে গেল সে। আমরা নীরব বিস্ময়ে গ্রহণ করেছিলাম সেই সব কবিতার সম্পাদ্যবিহীন উপপাদ্য। ভাল লেগেছিল। আজ বন্ধু রতনের প্রয়াণমাসের শেষ দিনে সশ্রদ্ধ স্মরণ করি তাকে, চল।

হাওড়ার ছেলে রতন জন্মেছিল ১৯৫৮ সালে এবং বরাবরই বাস করেছে হাওড়া শহরে। অজাতশত্রু রতনকে কখনো রাগতে দেখিনি। সর্বদা হাসছে। বোধহয় তার হাসিরোগ আছে, ভেবে, ঘুমন্ত রতনকে লক্ষ্য করা হতো। যাবতীয় অবহেলা, অভিমান, রোদন, উদ্বেগ, ক্রোধে হেসে ফেলাই ছিল তার ধর্ম। আজ থেকে ১ মাস আগে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে কলকাতার হাসপাতালে লিভার সিরোসিসে ফুরিয়ে গেল, কোনদিন মদ না খেয়েও। কফি হাউসে কতদিন আড্ডা মারতে মারতে একটা চোখ দরজার দিকে থাকতো, রতন এই আসবে, পকোড়ার অর্ডার দেবে। অফিস ফেরত আড্ডায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে খেতে ভালবাসতো। আর হবেনা।

মোট চারটে কবিতার বই হয়েছিল তার। 'মুখোশের আড়ালে' (১৯৮৯), 'কাকতাড়ুয়ার গান' (১৯৯৩), 'সায়নাইড পৃথিবী' (১৯৯৭), 'পিরামিড ও অন্যান্য কবিতা' (২০০৬); এছাড়া ভারত ও বাংলাদেশে ইংরাজি ও বাংলা মিলিয়ে ২৫টি সংকলনে তার কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথম বইটার জন্য 'বিষ্ণু দে' পুরস্কার পেয়েছিল রতন। ব্যবসায়ী প্রকাশক নয়, তার সব বইই ছেপেছিল লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনী। সে কোনদিন মিডিয়া বা প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকায় লেখেনি বলেই জানি। নব্বই দশক থেকেই কলকাতা, হাওড়া ও মফস্বলে সমস্ত কবিতার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতো। রতন দাসের অকাল প্রয়াণে তার পরিবার, বন্ধুবর্গ ও কবিমহল মর্মাহত হয়েছে। দূরে বসে আমিও সমব্যথী।

১৯৯২ সালে কবিতা ক্যাম্পাসের সহযোগিতায় কবিতার ওয়ার্কশপ শুরু করি আমি। নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে কবিদের বাড়িতে সবাই মিলে বসতাম। কলকাতা বা হাওড়ায় হ'লে রতনও যোগ দিতো। সে কবিতা ক্যাম্পাসে যোগ দিয়েছিল একেবারে শুরু থেকে। প্রথম সাক্ষাতে আমাকে, ১৯৯২ সালে 'মুখোশের আড়ালে' বইটা দেয়। তার কবিতায় প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম এক জীবনানন্দের প্রভাব বহির্ভূত নবনির্মাণ প্রকল্পনা -- লৌকিক, সমাজ সচেতন, বুদ্ধিমান, আবহমান

বাংলা কবিতার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এক নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক শব্দসজ্জায়। ব্যঙ্গরসে হালকা চালে জীবনের সমাজের রাজনীতির ধর্মের দর্শনের কথা প্রকাশ পেত রতনের কবিতায়। সমালোচনার ঢংঙে জীবনের রূপ-অরূপের প্রতি ভালবাসা প্রকাশিত হতো। চেতনায় অলৌকিক অশান্ত আবেগ, রোমান্টিক প্রেম যৌনতা -- এই সব সমসাময়িক প্রবণতা থেকে মুক্ত, সিনক্রোনিক শব্দ ব্যবহারে উজ্জ্বল, ভাষাবিন্যাসে মৌখিক গ্রন্থনা তাকে কবিতা ক্যাম্পাসের অন্য কবিদের কাছাকাছি এনে ফেলেছিল।

<u>মুখোশ</u>

আমার অনেকগুলো মুখোশ আছে
খুশিমত ব্যবহার করতে পারি আমি তাদের
সময় ও সুযোগ বুঝে
প্রেমে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে
অপমানে, অভিমানে ও অভিযানে
আমার প্রধান ভরসা মুখোশ......
(মুখোশের আড়ালে)

আশি দশকের শেষে কবিতা ক্যাম্পাস গড়ে ওঠে সমকালীন জীবনানন্দ-প্রভাব বর্জিত মৌলিক কবিতার সন্ধানে ভাবনা চিন্তা ক'রে নতুন ফসল ফলাবার জন্য। রতন দাসের প্রথম বইয়ের এই প্রথম কবিতাটিতেই তার সাক্ষর দেখা গেল। বইটি বেরিয়েছিল, তখন রতন ৩৪। ত তারও কিছুকাল আগের লেখা এটি। তার প্রথম কবিতার বাছাই থেকেই বোঝা যায় শিক্ষানবীশের ছেলেমানুষী ছেড়ে বেরিয়ে আসার ছাপ চেয়েছিল সে। দ্বিতীয় কবিতায় লিখল --

...*'হঠাত হাসতে হাসতে দু'হাত ভর্তি রঙীন অক্ষর নিয়ে। লোকটা বাইরে এল। সে এসে দাঁড়াতেই তার হাতের অক্ষরগুলো সব একে একে । পাখি হয়ে গেল'*...**(আশ্চর্য লোকটার কথা -- মুখোশের আড়ালে)** । আশ্রয় নয় ফ্যান্টাসি ব্যবহার করল সে। এই বইয়ের ভূমিকায় রতন লিখেছে:

-- *'আমি এমনিতেই দুঃখী মানুষ। একজন যন্ত্রণাকাতর পিড়ীত মানুষের কাছে কবিতা কতখানি নিরাময়-স্বরূপ তা কবিতাপ্রেমী মাত্রই জানেন। জীবনের অতি হিম একাকীত্বের মুহুর্তে কবিতার মতো বড় বন্ধু আর নেই।'* দুঃখের রেকর্ডের ওপিঠটা বাজাতে বাজাতে হাসিমুখে কবিতার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে চলে গেল রতন।

রতন দাসের দ্বিতীয় কবিতার বই 'কাকতাড়ুয়ার গান'। কবিতাগুলো লেখা হচ্ছে, সে সময় আমাদের আলাপ। ১৯৯২ সালে এক রাতে কবি আলোক বিশ্বাসের বাড়িতে আমরা জড়ো হয়েছি কবিতা কর্মশালার জন্য, রতনও আমাদের সাথে। সে সময় আমি 'অতিচেতনা'র প্রয়োগে বাংলা কবিতার মূলধারা ছেড়ে কবিতার নতুন পরিসরে নতুন অভিযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছি। তখন ভাবছিলাম জ্যামিতিক কবিতা লিখবো। কবিতার জ্যামিতি আর জ্যামিতিনা নিয়ে সূত্রের সন্ধান করছিলাম। দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক কোরা আর আনকোরা চিত্রপটে শুরু আর শেষের টাচ নিয়ে। জ্যোতিষীরা যেমন বিশ্বের প্রতি দ্বীপবস্তুর মধ্যে আলোক যাতায়াতের রৈখিক যোগ থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে থাকে, সেরকমই, বস্তু ও মানব সম্পর্কের রৈখিক যোগ থেকে কবিতা উৎসারিত হতে পারে কিনা এবং তার যোগরেখা ভেক্টর হবে না স্কেলর, পূর্ণচিত্রটি পরিচিত হবে না অপরিচিত, অপরিচিত চিত্রটি কিভাবে কমুনিকেট করবে -- এই সব নিয়ে কিছু ভাবনা আর প্রয়াস চলছিল।

সেই রাতে রতন আমাদের অবাক করে কতকগুলো কবিতা পড়েছিল যাতে জ্যামিতির পরিচিত অবয়ব ছিল এবং চূড়ান্তভাবে কমুনিকেট করেছিল কবিতাগুলো। বিস্মিত আমি ও আমরা বলেছিলাম রতন জিওমেট্রিক কবিতা নিয়ে যথেষ্ট এগিয়েছে, তাই রতনই লিখুক জ্যামিতিক কবিতা। ওকে পথটি ছেড়ে দিলাম। রতন পড়ল :

'বুকের মাঝখানে একটা কম্পাস বসাও। তারপর নিখুঁত করে একটা বৃত্ত আঁকো। এবার কম্পাসটা তুলে নিয়ে ভাবো এর মধ্যে তুমি। কি কি পেলে?'... **(বৃত্ত)**।

স্বামী-স্ত্রী-সন্তান, এই পরিকল্পনার মানে যারা ত্রিভুজ জেনেছে। তারা আসলে কিছুই জানেনি। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা আর সম্ভাবনার মাঝে। কত রহস্যময় ত্রিভুজ হতে পারে। ত্যাগ, সাধনা, মোহ, ভালবাসা নিয়ে কত রোমাঞ্চকর। ত্রিভুজ তৈরি হয় । জীবন যেন এক অতি উদ্ভট ত্রিভুজের মতন! । ত্রিভুজের গায়ে হাত পা লাগিয়ে দিলেই --। মানুষ! । ত্রিভুজের গায়ে জামা পরিয়ে দিলেই -- সভ্যতা! । কিন্তু কজন পারে ত্রিভুজগুলো চিনতে। তাদের জোড়া লাগাতে?'

(ত্রিভুজ) ।

'আমার ত্রিভুজ তোমাকে দিলাম। তোমার চতুর্ভুজ আমাকে দাও। আমার আয়তক্ষেত্র তুমি নাও। তোমার বর্গক্ষেত্র আমি নিলাম।। তোমার বর্গক্ষেত্রগুলো আমার ত্রিভুজের পাশে বসাও। আমার ত্রিভুজ খুব ধারালো। যেন কেটে কেটে টুকরো টুকরো করতে চায় তোমার বর্গক্ষেত্র… ***(জ্যামিতিক কবিতা)*** *।*

'ওপরে একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ হলো। ঝরে পড়ল অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণরাশি। আমি তা থেকে ক-কে তুলে নিয়ে লিখলাম -- কাঙাল। ……**(বর্ণযুদ্ধ)** -- ইত্যাদি ও অপর কবিতাগুলোয় এই পর্যায়ে রূপকাশ্রিত ফ্যান্টাসি ব্যবহার করেছে রতন। বড় আদর করে প্রকাশ করেছে অন্ধকার। হাসতে হাসতে ব্যঙ্গভরে জীবনের অন্ধকার প্রকাশ করার দক্ষতা আয়ত্ব করেছিল। নীরবে, লেকচার না দিয়ে, আমরা খুশি হয়েছিলাম, ভালবেসেছিলাম তাকে।

কবিতায় ফ্যান্টাসির ব্যবহার বরাবরই হয়েছে রূপকথা পুরাণকথার আমল থেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায়। কিন্তু তার যে একটা জ্যামিতিক ভাষা হতে পারে, অনেক পরিচিত অবয়বের সম্পর্ক সূত্র যে বর্ণনাতীত রূপক হয়ে আমাদের জীবনে সম্পৃক্ত থাকে -- এই উপপাদ্যটিই রতনের ভাবনা কবিতা। তার লিখিত শব্দ ও ভাষার সাপলুডো খেলা বিনোদনের মাধ্যমে আবেদন রেখে গেল রূপকে।

'সায়নাইড পৃথিবী', তার তৃতীয় বইয়েও প্রায় সব কবিতাই এরকম ফরমুলাহীন জ্যামিতি দিয়ে গঠিত। বইটা বেরিয়েছিল ১৯৯৭ সালে। অর্থাৎ আট বছর যাবৎ রতন দাস কেবল জ্যামিতিক কবিতাই লিখছিল ভাবা যেতে পারে। তার ব্যক্তিগত দর্শন কিভাবে পারদর্শিতায় বদলে গিয়েছিল দেখা যাক:--

'দুটো ত্রিভুজের মাথায় একটা সরলরেখা
ঐ তন্তুজ রেখায় পা ফেলে ব্যালান্স করতে করতে একটা থেকে
আর একটায় চলে যাচ্ছি'……

আমরা বুঝতে পারছি একটা মাদারিখেলার সেট আপ, সবারই সেই অভিজ্ঞতা। এগোন যাক:--

'একটা সরলরেখার দুদিকে আগুন জ্বেলে বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছি
আগুন ঘুরতে ঘুরতে নীল হয়ে যাচ্ছে
অগ্নি বৃত্ত তৈরী হচ্ছে . . . .
এবার আপনারা লক্ষ্য করুন
আমার মেয়ে বউ-এর পেটে ঐ বৃত্ত ঢুকে পড়ছে
আগুন ছড়িয়ে পড়ছে তাদের চোখ-মুখ-কপালে
এবার আমাকে নামতে দিন
ঐ আগুন আমাকে নেভাতে দিন, নয়তো আমি পুড়ে যাব
পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর মতন নিরপরাধ একটা বৃত্ত!' ...... **(মাদারিখেলা)**।

আগুনের বৃত্তটি পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে -- এটা কেউ দেখতে পায়না। দৃশ্যচিত্র নয়, এই কল্পচিত্রটির বাইরে আছে কাল্পনিক জ্যামিতিক অবয়ব এবং ভিতরে আছে ক্ষুধা নামক জৈবিক সমস্যা, মানুষের বেসিক ইন্সটিংক্ট। কিন্তু কত সুন্দর ভাবে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট জাক্সটাপোজ, জায়গা বদল করলো ! ক্ষুধা বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন প্রকাশে আর বাইরের পৃথিবীটা ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। কোন দার্শনিকতা বা বক্তৃতা না করে রতন ক্ষুধার কবিতাটা মেলে ধরতে জ্যামিতি ব্যবহার করলো নিপুণভাবে। আরো একটা কবিতা দেখা যাক, জ্যামিতি ছাড়া একটু অন্য :--

'আমার খুলির ওপর একটা প্রজাপতি এসে বসল
ডানা নাড়লো
মাথার ভেতর নেমে এলো পিকাসোর তুলি

ঘুমের ভেতরে স্বপ্নের মধ্যে চরিত্র রচনা হচ্ছে। নানা সময়ের ভাবনা এসে জড়ো হচ্ছে মনে। কাজে অকাজে এসব মিলেই আমরা,

চ্যাপলিনের ছড়ি
সার্ত্রের চুরুট
নেমে এল কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার
অ্যান্টার্টিকার হিমবাহ
সাইবেরিয়ার অরণ্য..... **(গ্লোব)**

অন্তত রতন। সবগুলোও চিত্রই এক একটা স্টিল ফটো। এদের সম্পর্ক, যেভাবে অকার করে, রেখাপন্ন, তাতে সেই অপরিচিত অবয়ব ফুটে ওঠে জ্যামিতিক। যে ভাবনাটি প্রকাশিত হল এখানে তা পাঠকের মধ্যেও জারিত হবার কথা। রতন হাসতে হাসতে এসব শব্দ খেলা খেলে গ্যাছে। কয়েক মুহুর্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম আর সেই স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গেলাম। একনাগাড়ে তার বইগুলো পড়ার আলাদা মজা আর ভাল লাগা হল আমার।

রতন দাসের কবিতার শেষ বই 'পিরামিড ও অন্যান্য কবিতা' ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। সে লিখেছে অনেক, সমস্ত লিটল ম্যাগাজিনেই, কিন্তু তার কোন খ্যাতির লোভ বা কবিতা লিখে কোন সিংহাসনের উচ্চাকাঙ্খা ছিল না। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে ছিলনা কোন ব্যগ্রতা। ভাবটা এমন যে আমার কবিতা প্রকাশিত হল, পাঠকের ভাল লাগলে তারা খুঁজে নেবে কবিতায় যেমন নিরাবেগ, জীবন যাপনেও তেমনিই। এই বই থেকে একটা কবিতাংশ তুলে ধরলে বোঝা যাবে সবার থেকে গ্রহণ করে নিজেকে কেমন দামী করেছিল রতন :--

' রবীন মন্ডল, দেবী রায়, প্রভাত চৌধুরী শ্রদ্ধাস্পদেষু। বারীন ঘোষাল প্রিয়জনেষু। সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, মনোজ চাকলাদার করকমলেষু --। রবীন্দ্র গুহ, কমল চক্রবর্তী, নির্মল বসাক, দীপেন রায় অগ্রজপ্রতিমেষু। সুজিত সরকার, অজিত বাইরী, শম্ভু রক্ষিত আত্মীয়বরেষু -- । ধীমান চক্রবর্তী, শুভঙ্কর দাশ, রঞ্জন মৈত্র, স্বপন রায়, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু। ....। মা ও বাবা, শ্রীচরনেষু --। গাছপালা, আকাশ, মাটি , জল, বায়ু, অগ্নি ,চিরজীবিতেষু।। তোমাদের সকলকে আমার মাথাহেঁট নিবেদন ' ...... **(একটি চিঠির খসড়া)**।

সবাইকে স্মরণ শেষে যেন জীবনের শেষ নমস্কার করে হাসতে হাসতে চলে গেল রতন। রতন আর ফিরবেনা। রেখে গেল রতন দাসের কবিতা। আমাদের কান্নাকেও ব্যঙ্গ করে চলে গেল সে।

চিনুয়া আচাবে
১৯৩০-২০১৩

চিনুয়া আচাবে

দিলীপ ফৌজদার

আফ্রিকী সাহিত্যের এক গগনচুম্বী ব্যক্তিত্ব চিনুয়া আচাবে, দেহ রাখলেন বস্টনে গত ২১শে মার্চ, বৃহস্পতিবার। নাইজিরিয়ার ১৯৬০ দশকের গৃহযুদ্ধ ও তার পরবর্তী ১৯৮০-৯০ দশকের মিলিটারি একনায়কত্ব তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। শেষ বয়সে এক মোটর দুর্ঘটনার পর থেকে তাঁর পঙ্গু জীবন চলে হুইলচেয়ারকে সম্বল করে। অল্পদিনের রোগভোগেই জীবনাবসান ঘটে -বার্ধক্য ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না মৃত্যুর। বয়স হয়েছিল ৮২।

লেখালেখির উন্মাদনা কলোনিয়ানার বিরুদ্ধাচার থেকেই যেটা ফুটে উঠেছিল তাঁর প্রথম উপন্যাসেই। ‘Things Fall Apart’ এই উপন্যাসটি যখন বেরোয় ১৯৫৮ সালে তখন চিনুয়া ২৮ বছরের তরুণ। কলোনিয়ানার শেকড়কে নাড়িয়ে দেওয়া এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছিল অল্পদিনেই। লেখনীর অস্ত্র যে কলোনিয়ানার ভিতএ প্রভাবী আঘাত দিতে পারে এ বিশ্বাস ছিল গোড়া থেকেই। পশ্চিমী সভ্যতার আধিপত্য শিক্ষিত আফ্রিকী সমাজকে এতই আঁকড়ে ধরে ছিল যে, ভূমিপুত্ররাও ধরতে পারতেননা এই কথা যে পশ্চিমী সেই চিত্রণগুলি ছিল তাঁদের জীবনকে নিয়েই, তবে ওগুলি ছিল বহিরাগত ওই শাসকদেরই বয়ানে লেখা। চিনুয়া এই ধারাটিকে বদলে ফেললেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসটিতে ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম নাইজিরিয়ার ইবো দেশের কথা ও তাঁর নিজেরই পরিবারের ইতিহাস। এই মানুষেরা ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসকদের একটেরে বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই মানুষদেরই নাইজিরিয়ার মিলিটারি শাসকদের নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল একই দেশের 'অপর' সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে।

আমাদের নিজের দিকে তাকালে দেখতে পাই ১৯২০-৫০ এর বাংলা গদ্যে কলোনিয়ানার বিরুদ্ধাচার যথেষ্ট ভাবে ফুটে উঠলেও স্বাধীনতা পরবর্তী কালের গদ্যে এই কলোনিয়ানা কোথাও কোথাও মাথাচাড়া দিয়েছে; বিশেষ করে, বাংলা বানিজ্যিক গদ্যে এটি যথেষ্টই সোচ্চার। বাংলা কবিতা কালোনিয়ানার প্রভাব থেকে কখনই মুক্ত ছিল না, দু একটি ব্যতিক্রম (কাজী নজরুল ইসলাম) বাদ দিলে। ১৯২০-৫০ এর বাংলা কবিতা দু ধরণের কলোনিয়ানায় আক্রান্ত হয়েছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব আরো বেশি এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল বামপন্থী ধারণাগুলি। প্রত্যক্ষভাবে এটিকে বলা যায় সাহিত্যের ওপরে রাজনীতির প্রতিফলন। এখানে অনেকে বলবেন, এটা হওয়া উচিত ছিল বিপরীত দিশায়। নিহিত প্রশ্নটা এই যে, আমরা ওদের মতো করে লিখতে চাই, না আমরা আমাদের মতো করে লিখতে চাই। চিনুয়া আচাবে এই মূল প্রশ্নটিই আমাদের মাথায় পুঁতে দিয়েছেন যে, যারা যারাই শোষিত সমাজের প্রতিনিধি, তারা কি ধার করা ধারণাবোধ নিয়ে সেই শোষক সমাজের ওকালতিই করে যাবে চিরকাল না তাদের নিজের স্বর বেরিয়ে আসবে ভেতর থেকে। ভারতীয় সাহিত্যে দলিত সাহিত্য এই নামে একটা স্বর যেমন উঠে আসছে,

যেমন প্রাক স্বাধীনতার কালের সাহিত্যে, অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে তো উঠে এসেই ছিল; তারই বিপরীতে এ যুগে আবার কলোনিয়ানার নতুন স্রোত সোচ্চার হয়ে উঠেছে ভার্নাক্যুলার সাহিত্য বনাম ইন্ডিয়ান ইংলিশ এই বিতর্কে। এ বিষয়ে জয়পুরের বাৎসরিক সাহিত্য মেলা জমে উঠেছে মূলতঃ বাজারের প্রভাবেই। ইন্ডিয়ান ইংলিশ কিছু ব্যতিক্রম বাদে যথেষ্টই কলোনিয়াল। দেশের ভাষানীতিতে মাতৃভাষাগুলি এমনিতেই উপেক্ষিত, ইন্ডিয়ান ইংলিশ এসে ভারতীয় সাহিত্যের একটা বড় মাটি অধিকার করে নেওয়ায়, দেশজ ভাষা গুলি আপন আপন প্রতিষ্ঠা হারিয়ে ফেলছে।

অ্যালবার্ট চিনুয়া লুমোগু আচাবে জন্মেছিলেন ১৬ই নভেম্বর ১৯৩০ সালে দক্ষিন-পশ্চিম নাইজিরিয়ার ইবো অঞ্চলের ওগিডি গ্রামে। এঁর বাবা ক্রিস্টান ধর্ম নেওয়ার পর মিশনারির কাজও নিয়ে নেন। চিনুয়া এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমী সাহিত্য পাঠে বিশেষ করে ইংরিজি সাহিত্যে একরকম ডুবেই যান। ১৯৫০ এর দশকে ইনি পশ্চিম আফ্রিকার সমকালীন প্রজন্মের লেখকদের এক আড্ডায় যোগ দেন। প্রথম উপন্যাস বেরোতে লাগল এর পর আট বছর। ইংরেজিতেই লেখা এই উপন্যাসে তিনি যেন ওদের ওই পশ্চিমী কামান ব্যবহার করেই বিড়ম্বনায় ফেলেছিলেন শাসক সমাজ ও পুরো পশ্চিমী কলোনিয়াল সভ্যতাকেই। মূল ভাষাটি ইংরেজি হলেও তার কথাগুলো ছিল ইবো সমাজের সত্ত্বা থেকে উঠে আসা এবং তার সুরটি ছিল কলোনিয়ানার একেবারে বিরুদ্ধাচারী।

তাঁর পরবর্তী নভেল No Longer at Ease বেরোয় ১৯৬০ সালে। এর নায়ক ওবি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে বেড়ে ওঠে এবং ব্রিটিশসমাজের একজন হয়ে ওঠার দীক্ষা নিতে ইংল্যান্ড এ পড়াশুনা সেরে নেয়। এবার নিজের গ্রামদেশের জীবন পাকাপাকিভাবে ছেড়ে এসে নাইজিরিয়ার রাজধানী শহর লাগোসে সে এক সরকারী উঁচু পদে জায়গা পেয়ে যায়। এই নতুন জীবনে এসে সে আপন পরম্পরা-সংস্কৃতির মূল্যবোধকে ভুলে গিয়ে হয়ে ওঠে অর্থপিপাসু, ভ্রষ্টাচারলিপ্ত। ওবির জেল গমন দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় উপন্যাস বেরয় ১৯৬৪ সালে যার পটভূমি ছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুয়াতের এক ইবো গ্রাম। গ্রামের পাদ্রী ইজেউলু তাঁর পুত্র ওডুচে কে পাঠান ক্রিস্টান মিশনারীদের কাছে, যাতে সে ব্রিটিশ আদব কায়দা শিখতে পারে ও নিজের সমাজের অবস্থাকেও ওপরে ওঠাতে পারে। উডুচে এই ধর্মান্তরনে যথেষ্টই প্রভাবশালী হয়ে উঠলো ও তাদের অবস্থা শোধরানো তো দূর, উলটে সে নতুন এই ক্ষমতা পাওয়ায়, নিজের সেই ইবো সমাজের ওপরই শোষণ চালাল পরবর্তী কালে।

নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ, যাকে বায়াফ্রার লড়াই বলেই লোকে বেশি জানে, এই যুদ্ধ চিনুয়া আচাবের উত্তর-কলোনিয়ানায় পৌঁছানোর স্বপ্নকে চুরমার করে দ্যায়। তাঁর ১৯৬৬ তে প্রকাশিত উপন্যাসেই চিনুয়া এই গৃহযুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করে ফেলেন। ১৯৬৬ তেই এই গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত। ১৯৬৭ আসতে আসতেই ৩০,০০০ ইবো প্রাণ হারান এই লড়াই এ। এর পর নাইজিরিয়া ভেঙে যায় ও দেশের দক্ষিণ -পূর্ব অংশকে কেটে নিয়ে স্বাধীন Republic of Biafra ঘোষিত হয়।
এতেও অবস্থা কোন পরিণতিতে পৌঁছায় না। গৃহযুদ্ধ চলতেই থাকে এবং ১৯৭০ এর দশক পর্য্যন্ত গড়ায় যখন সরকারী সেনা এসে কঠিন হস্তক্ষেপে দেশের ভেতর চলতে থাকা এই দীর্ঘসূত্রী লড়াই এর অবসান ঘটায়। আচাবে এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে দেশে থাকেননি। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তিনি তখন সপরিবার ইংল্যান্ড এ চলে যান। ১৯৭০ সালে নাইজিরিয়ার গৃহযুদ্ধ অবসান হলে চিনুয়া আবার পরিবার সহ দেশে ফেরেন ও নিজে ম্যাসাচ্যুসেটস এ চলে যান অধ্যাপনার কাজ নিয়ে।

১৯৮৮ সালে তিনি অত্যন্ত সততার সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে জাহির করেন এইভাবে যে, আফ্রিকার ঘটে যাওয়া অঘটন ও ভেতরকার সংকটগুলির জন্য আফ্রিকাই দায়ী এবং তিনি এই সঙ্গে এটাও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে দুস্থ, গরিব দেশগুলি পাশ্চাত্য ধনী দেশগুলির বাজার ও কূটনীতির দুষ্ট চক্রান্তর কাছে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতা রাখে না।

ইনবক্স

খাসা কাগজ হয়েছে। রবীনদা'র "মায়া ক্যালেন্ডার", অগ্নির "মৎস্যপুরাণ", অনিন্দ্যর কবিতা আর দীপঙ্কর দারুণ লিখেছে। দিলীপের কবিতাও ভাল। কিন্তু এটা ভাল কবিতার এরেনা নয়। হতাশা আর ক্রোধ ছিল বিষয়। তাই এসব নাম করলাম। চালান পানসি বেলঘরিয়া। আমি ১২০ জনকে পাঠিয়ে দিলাম। দেখা হলে কথা হবে।

বারীন ঘোষাল
14-02-2013

দারুণ পত্রিকা। আমাকে জানাও নি কেন ? পরের বার জানিও। দিল্লি বইমেলায় গুরুচণ্ডালী স্টলে আমার ডিটেকটিভ উপন্যাসটা পাবে। দাম মাত্র ৫০ টাকা। বইটার নাম 'অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস'।

শুভেচ্ছাসহ

মলয় রায়চৌধুরী
12-02-2013

Khub bhaalo, atyanta powerful jaalikaa [baa webmag]. Sabaaike copy karalaam naa, jaader chini taader karalaam.
Saamaajik khobh o pratikriyaar jaigaata jadi shilpe bandha haye jaay se ek bandhyaa shilpa. Aabaar raag, ushhmaake anekei shilpetar balen, setaao thik. Kintu raagee lokeraao je kabitaa likhate paaren, se kabitaa je raager adhik anek jaigaa aamaader dekhaate paare ei sankhya mukhya taar pramaan.

PDF debaar janya aaro dhanyabaad roilo. Anek shubhechchhaay

Aryanil Mukhopadhyay
Cincinnati, Ohio, USA
12-02-2013

কলকাতা থেকে বাড়ি আজ ফিরলাম...সন্ধ্যায় এই প্রথম তোমাদের মুখোমুখি...পড়ে ফেললাম পুরোটাই। কবিতায় ফিরে আসার প্রথম অনুভূতি ভীষণ সুন্দর হল। শূন্যকালের জন্য আমার সমস্ত শুভেচ্ছা থাকল। তোমাদের এটা খুব প্রয়োজন ছিল...সঙ্গে আমাদের ও হয়তো। এখানে লিখতে পারলে আমারো ভাল লাগবে...অনেক অনেক ভালবাসা রইল...

অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়

জলশহর

13-02-2013

Sathe roilam. Lekha pathate agrahi thakchhi. Guchhiye nao valo kore. Akhono sab option gulo bodh hoy karjakari hoyni...site-er katha bolchhi. Pratham darshane bishoy vabna samayapajogi, lekhak ebang lekhagulo kharap habena nishchit. Shudhu boye niye jaowar dhairja rakha-ta jaruri. Khub antarik ei bala tuku. Valo thako.

Pranab chakraborty
Nabadwip
13/02/2013

---

congratulations.

Sudeep Sen
14-02-2013

Dhonnobad. Apnar protibadi bhumikar jonno. Somaje je gorol monthon kore aamra tulechee tar bishe ekhon akranto hoyechee. Apnar ei prokashona aamake ei kothati smoron koriye diyechhe. Swadesher sahityo o samskritike moryadar sathe tule dhorun. Adhunik sahityo o andoloner fosol o tar purbosurira apnar sohoyogi hote pare.Torunderke neeya apnar online patrikar kathamo gore tulun. Joy hok.

Kamalesh Dasgupta
Porichalok: Chittagong Littlemagazine Library & Research Centre, Bangladesh
14-02-2013

---

ottonto supattho ebong ucchomaner rochona guli pode anondito holam. dhonnobad.

Ashok Mukherjee
18-02-2013

Valo hoyechhe magazine. Amar lekha thakle aro valo lagto. Asole ami to Delhir manus noi, amar lekha thakbe keno?
Valo theko

Ishita Bhaduri
Ghaziabad
18-02-2013

ফাটাফাটি ! অভিনব !! চালিয়ে যাও !!!

স্বপন রায়
19-02-2013

Anindya Roy er kabita besi valo legechhe. Picture gulo darun hoyechhe.

Debjani Bosu
Kolkata
23-02-2013

Asadharon laglo !! kobita gulo ebong sajano !! chhobigulo apurbo !! anek suvokamona roilo !! chalie jao !!

Tapas Bose
Delhi
27-02-2013

Dhanyabad.. Kabitaguli dekhlum. Delhi-r sampratik Rape-er ghatana niye eto jordar kabita er age chokhe pareni. Apnake ebong kabider sakolke aamar abhinandan.

Asim Kumar Basu
03-03-2013

Khub bhalo sankhya hoyechhe. Apnar, Aruper, Rabindra Guha o Dilip Phoujdar er kobita samporke porichoy achhe. Kintu Baki kojon-o besh porinato, bisesh kore Pranoji Basak bhalo laglo.

Bhalo thakben, Sondip Dutta, Rahul Purakayastha, Subimal Basak-ke pathiyechhen naki ami pathiye debo ?

Best.

Chiranjib Sur
Kolkata
04-03-2013

Aamake link pathanor janya dhanyabad--Patrika bhalo laglo--Shuvechcha janben. Aami ekhan Melbourn e aachhi--Kolkatay phirbo May maaser shese.

Jyotirmay Das
04-03-2013

---
kobitagulo Valo, sajano sundar, Typefaceta paltale mone hoy porte subidha hobe.

Shuvokamona.

Chiranjoy Chakraborty
Kolkata
05-03-2013

I must wait eagarly to read Shunyakaal.

Tarun Kumar Sarkhel
Purulia
05-03-2013

দীপঙ্কর, আপনাকে লিখছি- প্রিয়,

কবিতা আর ছবি কেমন যেন এলোমেলো করে দিল আমায়। ভালো কিম্বা খারাপ বলে কিছু হয় বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি কাজের কাজ হল কি না। আমাদের পিঠ নিজেরাই চুলকাতে পারি, তাই পিঠ চাপড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ওদের বিরোধীতায় আমাদের ছেঁড়া যায়।

বারীনদার কবিতা পড়ে সত্যই মনে হয় আমরা সকলেই কম বেশি রেপিস্ট।

'না' প্রত্রিকার আগামী সংখ্যার বিশেষ ক্রোড়পত্র শাহবাগ -প্রজন্ম চত্বর। আপনার লেখায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হোক এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। লেখা পাঠান ই -মেইল-এ কিম্বা দপ্তরের ঠিকানায়।

ইতি

আপনাদের একজন

দেবকুমার সোম

সম্পাদক

'না'

Flat No. A/4, Block:A
143/1D, South Sinthi Road
Kolkata: 700 050
Phone No. +919830729876
e-mail: debkumarsom@gmail.com
editornaa@gmail.com
08-03-2013

It is really good to see that once again “art” is clearly talking about social crisis. Thanks to all concerned for their response to the need of the time.

Sanjib Neogi
Murshidabad
06-03-2013

Many thanks for your mail. How could you know my name ? After publishing your magazine please send one copy to my address by post.

Wish you good days ahead
Yours,

Nripendra Saha
Kolkata
06-03-2013

Wish you all the best... We will love to follow the webmag...

Arup Chandra
Basabhumi Team
Murshidabad
06-03-2013

Suprovat. Aami Asomiya theke anubad kore thaki. Asomiya galpa, upnyas, prabandha chhara besh kichhu Asomiya Kabitar anubad o korechhi. Current issue 'Bhasha Nagar' (Subodh Sarkar Sampadita) patrikay aamar besh kichhu anubad beriyechhe. Proyajane amake Asomiya Kabitar anubader janya janate paren. Amar kichhu anubad PDF kore pathalam. Namaskar Janben.

Basudev Das
07-11-2013

Apnar sunyakaal janlam. Valo laglo. Aamar Bistar patrikate kabita pathate paren.

Gopal Bain
07-03-2013

Thank you. We are with you if needed.

Barta Ghoshinstitute, Barta Patrika
07-03-2013

Anabadya prayas ke sadhubad janai prothome. Chhobi gulo khub bhalo hoyechhe. Kobita porlam. Bhalo laglo. Tabe kichhu kichhu lekha durbodhya mone hochchhe amar kachhe jodio tar day kobir konomotey noy. Prayas ti sudirgha kaal chaluk ei asha kori.

Soumen Banerjee
08-03-2013

Kobitar songe kobita somporkito kichhu lekha hole aaro bhalo hoto. Ei potrikar sreebriddhi kamona kori.

Siddhartha Singha
09-03-2013

Avibadan janai, it is good.

Regards,

Dhananjay Ghosal
Editor: Balaka
Kolkata
11-03-2013

Bhari chamtakar udyog. Avinandan sabbayke. Commitment jaari rekho. Charidike hot samay, aasale esamay darkar bhalosar kabita lekha hock beshi kare. Aamio likhete chai tomedar Shunyakaal-e. Arup ke bolo phone korte. Bhalobasa sabbayke.

Amalendu Biswas
Kolkata
11-03-2013

আপনার পত্রিকা পেয়ে বিশেষ প্রীত হলাম। আমি বর্তমানে গুরগাঁওতে বিদেশ যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। এরই মাঝে সময় করে আপনাদের দৃষ্টি নন্দন পত্রিকাটি পরে
নেবার চেষ্টা করব। মতামত দিতে হয়ত দেরি হবে তা বিদেশে পৌঁছে গুছিয়ে বসার পরেই হতে পারে। আমি আরো কজনকে পাঠালাম এবং মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ করলাম। আপনাদের উদ্যোগ সার্থক ও সফল হোক।

বিনীত

সলিল চট্টপাধ্যায়
12-03-2013

সুধী শূন্যকাল,

প্রথমেই বলি লেখনীর মাধ্যমে এই জেহাদ আমাকে মুগ্ধ করেছে। অমানবিকতার যে খণ্ড চিত্রগুলি আমাদের মানবিক ক্যানভাসকে ছিঁড়ে কুটে খানখান করছে প্রতিনিয়ত, তা কি শুধুই লজ্জাজনক ? নাকি বর্বরতার অশ্লীল
নামান্তর। শূন্যকালের বুকে লেখা প্রতিটি প্রতিবাদ ভীষণ ভাবে শ্লাঘা দিয়ে যায় মনের অতলে। তবু আমি বিশেষ করে উল্লেখ করবো 'মৎস্য পুরান', 'আগুন পুতুল', 'যুবকের রাত' ইত্যাদি কবিতাগুলো। অগ্নি রায়ের 'তবু পালানোর দৌড়ে রাজি হয়ে

যেতে পারি' এই আপ্ত বাক্যটি বোধহয় কোথাও আমাদেরসার্বজনীন মানিয়ে নেওয়ার সত্ত্বার রুপায়ক। কলম কালির সংসার একটা আমারও আছে। তাই কলম যেমনি আমার পরিবার, ডাল -চাল, স্বপ্ন, তেমনি এ আমার মুখের, মনের, মননের অস্ফুট ভাষা। আপনাদের এই কালি কলমের সংবিধান তাই হৃদয় ছুঁয়েছে। আগামীতে আপনাদের এই উদ্যোগ আরও সার্থক হোক। হৃদয়ের উষ্ণ কুণ্ড থেকে তাই কিছু উষ্ণ অভিনন্দন পাঠালাম। আসুন আমরা কবিতায় খুঁজে নিই আমাদের না বলা কথার সৃজন শিল্প। ভালো থেকো শূন্যকাল ...

পায়েলী ধর
শিলিগুড়ি
12-03-2013

FANTASTIC. ZERO HOUR MONE PORE GELO, DIPANKAR !!!

Subir Ghosh
Durgapur
16-03-2013

I have clicked your site and simply I am amazed. It is so striking both illustrations and poetries. Where from did you collect the illustrations? Outstanding work. My best wishes and congratulations. Let it continue for many many more issues.

Zahirul Hasan
Kolkata
17-03-2013

Namoskar,

Ami Abhishek Ray. Chhatro. Indian Statistical Institute e 2nd year e pori. Kobita likhi. "Notun Kobita" r facebook group er page e apnader link peye apnader blog e jai. Sekhan thekei ei email address jogar kori. Amar samprotik kabyo charchar kichhu udaharon pathalam. etc.

Binito

Abhishek Ray
27-03-2013

Namaste. Shunnyakaal is mind-blowing writing and picture is superb. I wish bright future. Thanks to you.

Anup Kumar Bhowmik
Editor: Agragamee
East Midnapore
1-4-2013

Shunyakaal prokash-er jonyo avinandan

Dr. Shantanu Guria
Editor: Abhinaba Uttaran
Howrah
1-4-2013

Thanks for your SMS. Wish a great success for your web magazine "Shunyakaal"

Tarakeswar Chattoraj
Editor: Ajay
Burdwan
2-4-2013

Congratulations! Cheers !

Ahmed Swapan Mahmud
23-04-2013

Dear Dipankar ,

Thank you very much to inform me about your nice contribution towards Bangla literature. I wish you all the best and success. Now a days I am too much busy with my job (Engineering). I will look at your Magazine and shall give you feed back soon . Carry on with passion.

Best regards
Ivan Orokkhito!
Bangladesh
26-04-2013

Thnx...and best wishes for "SHUNYAKAAL"..

Dilip Majumdar
2-05-2013